বর্ষ-২৫, সংখ্যা-২, ইস্যু-৪৯, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

আই ডি এফ পরিক্রমা

সূচিপত্র

১	জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালন	১-২
২	গভর্ণিং বডির সভা	৩
৩	বার্ষিক শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন, ২০২৩	৩
৪	আইডিএফ কাচালং ব্র্যান্ডের হলুদ গুড়া'র BSTI এর সনদ প্রাপ্তি	৩
৫	স্বল্প পুঁজির শক্তি	৪
	রিনা রানী মহন্তের সফলতার কাহিনী	৪
৬	সংবাদ	৫-২৩
	৬.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৫-৮
	৬.২ স্বাস্থ্য	৯
	৬.৩ হালদা	৯-১২
	৬.৪ কৈশোর	১২-১৫
	৬.৫ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ	১৫-১৭
	৬.৬ এসইপি	১৮-১৯
	৬.৭ সেমিনার ও পরিদর্শন	২০
	৬.৮ অন্যান্য সংবাদ	২১-২৩
৭	এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সহ-সম্পাদক: মৌসুমী চাকমা

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

১. জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও মহান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন: সংস্থার প্রধান কার্যালয়, সকল শাখা, এরিয়া ও যোনাল অফিসে দৃশ্যমান স্থানে সরকার প্রণীত/প্রদত্ত ড্রপ ডাউন ব্যানার টানানো ও ১৫ই আগস্ট দিনের শুরুতে সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, ১৫ই আগস্ট তারিখে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানসহ আগস্ট মাসব্যাপী সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিজ নিজ কর্মস্থলে কালো ব্যাজ ধারণ করা, শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, সদস্য পর্যায়ে চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, কৈশোর কর্মসূচি কর্তৃক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন ও আলোচনা সভা, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির প্রতিটি ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য কর্মসূচি কর্তৃক শাখা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম পরিক্রমার এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল।

১.১ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

১৫ই আগস্ট তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে জুম প্ল্যাটফর্মে শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ), সকল যোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা/কর্মকর্মচারীসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে স্মরণ করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১.২ আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির "জাতীয় শোক দিবস" পালন

"জাতীয় শোক দিবস" উপলক্ষ্যে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং মাসব্যাপী নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। আগস্ট মাসব্যাপী সংস্থার বিভিন্ন শাখায় স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সদস্যা ও জনসাধারণের মাঝে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। সংস্থা পর্যায়ে টাইফয়েড ও ডেঙ্গুর সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও কর্মএলাকার জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করা হয়। মাসব্যাপী আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি কর্তৃক ১৯টি সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে ৭৪১ জনকে, ৩৮টি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পের মাধ্যমে ২২৪৭ জনকে, ১৯টি মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৪০৯ জনকে, ১টি গাইনী ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১০৭ জনকে ও ৬টি ডায়াবেটিস ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৮৯ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় এবং ১৮০ জন সদস্যকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৪৭১টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কাউন্সেলিং সেশন আয়োজন করা হয়, যেখানে ৬০১৪ জন অংশগ্রহণ করেন।

১.৩ সদস্য পর্যায়ে চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সংস্থার সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ফলদ ও বনজ (পেয়ারা, জলপাই, লেবু, সুপারি ও মেহগনি) চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংস্থার বিভিন্ন শাখার সর্বমোট ১৫৪ জন সদস্যার মাঝে ২৮৮টি চারা বিতরণ করা হয় এবং সেগুলো যথাযথভাবে রোপণ ও পরিচর্যার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট যোনের যোনাল ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারসহ শাখাসমূহের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

১.৪ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থার বিভিন্ন শাখায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। সর্বমোট ১৪ জনকে ৩৮,৭০০/- টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট যোনের যোনাল ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারগণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে যোনাল ম্যানেজার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১.৫ কিশোর-কিশোরীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা

"জাতীয় শোক দিবস" উপলক্ষ্যে আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি কর্তৃক মাসব্যাপী বোয়ালখালী, রাঙামাটি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাঙামাটি সদর উপজেলায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং বোয়ালখালী ও বান্দরবান সদর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ, ক্লাবের কিশোর কিশোরী ও মেন্টরগণ এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

১.৬ আইডিএফ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ই আগষ্ট ২০২৩ আইডিএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৪টি ইউনিয়নে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ফ্রি ডায়াবেটিস নির্ণয় ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, এতে ১৫০ থেকে ১৭০ জন স্থানীয় মানুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, এতে ১২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকেরা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করে। এছাড়াও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, স্থানীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

২. জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ৩টি গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক গর্ভনিং বডির ৩টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সভাপতি আর্কিটেক্ট জনাব মং থেন হেন। গভর্নিং বডির সভাসমূহে গভর্নিং বডির সদস্যগণের পাশাপাশি পর্যবেক্ষক হিসেবে সাধারণ পরিষদের কিছু কিছু সম্মানিত সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন শেষে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন আর্থিক পার্টনার সম্পর্কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, পিকেএসএফ হতে ঋণ গ্রহণের অনুমোদন, খাগড়াছড়িতে আইডিএফ এর নিজস্ব জায়গায় অফিস ভবন নির্মাণ ও বাজেট অনুমোদন, সংস্থার চাকুরি হতে অবসরপ্রাপ্ত ২ (দুই) জন কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক কাজের আবেদন, সংস্থার জন্য ২টি নতুন গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদন, স্বাস্থ্য কর্মসূচির অর্গানোগ্রাম অনুমোদন, আইডিএফ কারিগরি ইনস্টিটিউট এ এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩. আইডিএফ প্রধান কার্যালয়ে বার্ষিক শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন, ২০২৩ অনুষ্ঠিত

সংস্থার সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে বার্ষিক শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন, ২০২৩ গত ২১.০৭.২০২৩ হতে ২২.০৭.২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ২দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সাধারণ পরিষদ এর সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, জনাব জওহর লাল দাশ, জনাব হোসনে আরা বেগম, উপ-নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, পরিচালক ক্ষুদ্রঋণ মোঃ সেলিম উদ্দিন, প্রশিক্ষণ ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর মহিউদ্দীন আহমেদ কায়সারসহ সংস্থার সকল যোনাল ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারগণ। প্রথম দিনের সম্মেলন শেষে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন আইডিএফ এর সহকর্মীদের নিয়ে গঠিত আইডি-এফ শিল্পী গোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রাজশাহী অঞ্চলের সহক-র্মীদের পরিবেশনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকজ সঙ্গীতের অন্যতম ধারা গম্ভীরা গান পরিবেশন। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে নানা ও নাতি আইডিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রম দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচা-লক জনাব মাশিউর রহমান, সহকারি মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব রেজানুর রহমান তরফদার এবং ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) শামছুল হুদা। ২দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শাখা ভিত্তিক পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ, ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা, বাজেট প্রভৃতি নিয়ে দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানশেষে শাখাভিত্তিক ভালো পারফরম্যান্স এর ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শাখা ব্যবস্থাপকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ পুরস্কার তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি। এতে করে তারা আগামীতে আরো ভালোভাবে কাজ করবে এবং অন্যরাও ভালো করার অনুপ্রেরণা পাবে বলেই উপস্থিত সকলে মনে করেন। সকলের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে সভার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪. আইডিএফ কাচালং ব্র্যান্ডের হলুদ গুড়া'র BSTI এর সনদ প্রাপ্তি

আইডিএফ ফুড প্রসেসিং প্লান্ট হতে প্রক্রিয়াজাতকৃত আইডিএফ কাচালং ব্র্যান্ড এর হলুদ গুড়া বিগত ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে BSTI এর সনদ লাভ করে। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার মুসলিম পাড়ায় অবস্থিত আইডিএফ ফুড প্রসেসিং প্লান্ট এ খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত আইডিএফ এর বিভিন্ন সদস্যদের উৎপাদিত উন্নত জাতের হলুদ হতে এই হলুদের গুড়া প্রক্রিয়াজাত ও মোড়কীকরণ করা হয়। কাচালং BRAND নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করা আইডিএফ নিজেদের সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্য নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে আছে খাগড়াছড়িতে প্রক্রিয়াজাতকৃত আইডিএফ সদস্যদের উৎপাদিত হলুদ, মরিচ, আদা গুড়া সহ বিভিন্ন ধরনের মসলা সামগ্রী, রাজশাহীতে করা নিজেদের জমিতে উৎপাদিত ঘানি ভাঙা খাঁটি সরিষার তেল, দুগ্ধজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন পাস্তুরিত দুধ, দই, মাঠা, নির্ভেজাল দানাদার গাওয়া ঘি এবং বিভিন্ন ধরনের ফুলের মধু যা শতভাগ নির্ভেজাল ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত ।

৫. স্বল্প পুঁজির শক্তি

- মোঃ সাইফুল ইসলাম

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আর আইডিএফ এর এই পুঁজির সহায়তায় অসংখ্য দরিদ্র মানুষ নিজেদের দারিদ্রতার বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এমনই একজন সদস্যার সফল উদ্যোগের কথা লিখে পাঠিয়েছেন মহাদেবপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

রিনা রানী মহন্তের সফলতার কাহিনী

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার দোহালী গ্রামের রিনা রানী মহন্ত। কৃষক বাবার তিন সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রিনা রানী মহন্ত। ক্ষুধা দারিদ্রতা ও অভাব অনটনের মধ্যে বেড়ে ওঠা রিনা রানী মহন্ত এর ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করার। কিন্তু কৃষক বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি রিনা রানী মহন্তকে লেখাপড়া করানোর। মাত্র ১৬ বছর বয়সে একই গ্রামের কৃষি শ্রমিক বগেন্দ্রনাথ মহন্তের সাথে বিয়ে দেন মেয়েকে। অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠা রিনা রানী মহন্ত স্বপ্ন দেখতে থাকেন নিজের সংসার নিয়ে। শ্রমজীবি স্বামীর সংসারে রিনা রানী মহন্তের কোল জুড়ে প্রথম সন্তান আসে ১ বছরের মাথায়। তখন রিনা রানী মহন্তের স্বামীর তেমন আয় ছিল না। স্বামী সন্তান নিয়ে তার সংসার জীবন বেশ কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। তার স্বামীর পক্ষে সংসারের প্রয়োজন মেটানো বেশ কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। সংসারের অভাব দেখে রিনা রানী মহন্ত নিজে কিছু করার চিন্তা করেন। স্বামীর সাথে আলোচনা করে মাথার চুল বাইরে থেকে কিনে এনে চুল দিয়ে ক্যাপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু কৃষক স্বামীর পক্ষে যেখানে সংসার চালানো কষ্টকর, সেখানে মাথার চুল ক্রয় করার টাকা যোগাড় করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু রিনা রানী মহন্তের অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও প্রেষনা ছিল পুঁজি সংগ্রহের জন্য। এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পারেন আইডিএফ এর কথা। আইডিএফ এর সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের কথা স্বামীকে জানান রিনা রানী মহন্ত। এর পর স্বামীর ইচ্ছায় রিনা রানী মহন্ত আইডি-এফ এর মহাদেবপুর শাখার ১/ম দোহালী কেন্দ্রে গিয়ে সমস্ত নিয়ম কানুন জেনে সদস্য হিসেবে ২৪.০৯.২০২০ ইং তারিখে ভর্তি হন। যার ঋণী নং ০৯১-০০১-০০০৩০। প্রথম দফায় ০৬.১২.২০২০ ইং তারিখে ৩৫০০০/- টাকা নিয়ে কিছু পরিমাণ মাথার চুল ক্রয় করেন এবং নিজেই অল্প অল্প করে কাজ শুরু করেন। কৃষক স্বামীর উপার্জন দিয়ে সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয় দিয়ে কোন মতে সংসার চলতে থাকে। এবার তিনি আরো কিছু মাথার চুল ক্রয় করে নিজের কর্মকান্ডকে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ০১.০১.২০২২ ইং তারিখে কুটির শিল্পের কাজের উদ্দেশ্যে সংস্থা থেকে ২য় দফায় ৪০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং চুল দিয়ে ক্যাপ তৈরির কাজে উক্ত টাকা বিনিয়োগ করেন। এই ক্যাপের চাহিদা বিদেশে বেশী থাকায় সেগুলো বিক্রি করে বেশ লাভবান হন, পাশাপাশি আরো কয়েক জন মহিলাকে কাজটি শিখিয়ে নিজের উদ্যোগী কর্মকান্ডকে বেগবান করতে থাকেন। আস্তে আস্তে তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা দেখা দিতে থাকে। এ কাজের মাধ্যমে সাংসারিক অবস্থা ও স্বামী সন্তান নিয়ে রিনা রানী মহন্ত এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী। এবার তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন যে কিভাবে তার কুটির শিল্পের কাজটির পরিধি বড় করা যায়। এ কারনে তিনি ১৯.০১.২০২৩ ইং তারিখে ৪৫০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসাটি আরো বড় আকারে শুরু করেন এবং ১৫-২০ জন মহিলাকে ক্যাপ তৈরির কাজে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৯.১২.২০২৩ইং তারিখে তিনি পুনরায় ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ক্যাপ তৈরির কাজে লাগান। ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও অভাবের কারণে যে রিনা রানী মহন্তের জীবন ছিল অতিষ্ঠ, সেই রিনা রানী মহন্ত কেবল নিজেরই নয়, পাশাপাশি ২০-৩০ জন প্রতিবেশি মহিলার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে তাদের পরিবা-রসহ নিজের পরিবারকেও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কাজের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে উন্নত জাতের ১৫ টি হাঁস, ২০-২৫ টি দেশি মুরগী, ১ টি গরু ও ৪ টি ছাগল লালন পালন করেন। পাশাপাশি বাড়ির আশেপাশে চালে ও মাচায় মৌসুমী শাক সবজি চাষ করেন। সংসারের চাহিদা মিটিয়ে শাক সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে তিনি বাড়তি আয় করেন। আইডিএফ এর কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী পালন ও শাক-সবজি চাষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়ে থাকেন। রিনা রানী মহন্তের কুটির শিল্প হতে বর্তমানে ২৫০০০-৩০০০০ টাকা প্রতিমাসে গড়ে আয় হয়। রিনা রানী মহন্তের ১ টি সন্তান পড়াশোনা করছে। নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা থেকে তিনি ছেলেকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। একসময়ের দারিদ্র্যে জর্জরিত রিনা রানী মহন্ত আজ সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। গ্রামের অনেক মহিলা গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী লালন পালন সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে তার কাছে আসেন। এক সময়ের চরম দরিদ্র রিনা রানী মহন্ত আইডিএফ এর সংস্পর্শে এসে দারিদ্র্যকে জয় করেন। তার বর্তমান সফলতার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান আইডিএফ এর। তাই তিনি আইডিএফ এর প্রতি গভীর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আইডিএফ এর সহযোগিতায় নিজের কুটির শিল্পকে আরও প্রসারিত করা ও অসহায় মহিলাদেরকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই রিনা রানী মহন্তের স্বপ্ন।

৬. সংবাদ

৬.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, মৎস্যজীবীদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষ ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজা-করণ, গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। গত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

৬.১.১ হোম গার্ডেনিং/বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমুহে "বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)" তৈরীর উদ্দেশ্যে সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ যেমন- মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, সবুজ শাক ও মূলার বীজ বিতরণ করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ০৯টি শাখায় ২৩টি হোম গার্ডেন তৈরী করা হয়। "বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)" তৈরীতে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করেন রাজশাহী যোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগ টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ। দরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

৬.১.২ পুকুর পাড়ে শাক-সবজি চাষ

আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় সদস্যদের পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পেঁপের চারা এবং লেবুর চারা পুকুর পাড়ে রোপণের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আইডিএফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ২৭জন সদস্যকে "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়েছে। "পুকুরপাড়ে শাক-সবজি চাষ" তৈরীতে কারিগরী সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন রাজশাহী যোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ

৬.১.৩ উন্নত জাতের ঘাষ (নেপিয়ার) চাষ"

"গাভীর মুখে দিলে ঘাষ দুধ পাবেন বারো মাস" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইডিএফ রাজশাহী যোনের কৃষি উন্নয়ন বিভাগ সদস্যদের মাঝে নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি উন্নয়ন বিভাগ রাজশাহী যোনের টিম সদস্যদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাষের কাটিং সরবরাহ করা, ঘাসের কাটিং রোপণ ও পরিচর্যা করা এবং বিভিন্ন পরার্মশের প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। আইডি-এফ রাজশাহী যোনের বিভিন্ন শাখায় জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ১২জন সদস্যকে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (প্রাণিসম্পদ ইউনিট) এর পক্ষ থেকে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাষ চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রত্যেক সদস্যকে বিনামূল্যে নেপিয়ার ঘাষের কাটিং বিতরণ ও রোপণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। "প্রাণিসম্পদের সু-স্বাস্থ্য রক্ষায় ও গাভীর দুধ উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখতে ঘাসের কোন বিকল্প নেই"।

৬.১.৪ সদস্যদের বীজ বিতরণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (কৃষি ইউনিট) রাজশাহী এরিয়ার আয়োজনে তাহেরপুর শাখা এবং নাটোর এরিয়ার আয়োজনে শেরপুর শাখার সার্বিক সহযোগিতায় সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ০২টি শাখায় ১০৩ জন সদস্যকে মৌসুমী শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। দরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

৬.১.৫ মাটিরাঙ্গায় উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

বিগত ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ও সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় উপজেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মূলত তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ সংশিষ্ট আইজিএ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আজমারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সবুজ আলী, মৎস্য কর্মকর্তা সুদৃষ্টি চাকমা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সুমেন চাকমা, আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আজমারুল হক, মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হাসান ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ জাকিরুল ইসলাম। এ সময়ে আইডিএফের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মিথুন দাশ, মোঃ ফাহাদ হোসেন ও মোঃ রুবেল হোসেনসহ ব্যবসায়ী ও খামারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

৬.১.৬ নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বিগত ৮-৯.১১.২০২৩ তারিখে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (আইডিএফ) সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অর্থায়নে নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলার মধ্যম লেমুয়া এলাকার ২৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামরুল হাসান, আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আজমারুল হক, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ ফরহাদ হোসেন, মিথুন দাশ, রুবেল হোসেন, রাবেয়া আক্তার। প্রশিক্ষণে নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদনের নানা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬.১.৭ লিড ফার্মার ও স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

লিড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন, মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মাটি ও পানির গুনাগুণ পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে RMTP "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী, রাউজান ও বোয়ালখালী উপজেলায় ৩টি ব্যাচে মোট ৭৫ জন লিড ফার্মারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা বর্তমানে নিরাপদ উপায়ে মাছ চাষ এবং বৈচিত্র্যময় মৎস্য পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি স্থানীয় মৎস্য সেবা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করছে। ফলে মৎস্য চাষে রোগাক্রান্ত পোনা, দূষিত পানি, প্রাণির বর্জ্য, নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এন্টিবায়োটিক, বালাইনাশক, কীটনাশক, অপদ্রব্য, নিম্নমানের খাদ্যের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে।

৬.১.৮ পুষ্টি, জলবায়ু, পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে জলজ পরিবেশ, মৎস্য সম্পদ এবং মাছের পুষ্টিমান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদস্যদের মাঝে পুষ্টি, জলবায়ু, পরিবেশ এবং সামাজিক ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর মৌলিক ধারণা এবং উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পুষ্টিগুণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে RMTP "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী, রাউজান, বোয়ালখালী ও ফটিকছড়ি উপজেলায় বিগত ছয় মাসে ৫৫টি ব্যাচে মোট ১৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বসতবাড়ির পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুরপাড়ে সারা বছর শাকসবজি চাষ করে বাড়তি আয় ও পারিবারিক পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করছে এবং নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.১.৯ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বাসাবাড়ির পঁচনশীল ময়লা-আবর্জনাকে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই পোকার সাহায্যে জৈব রূপান্তরের মাধ্যমে মাছ ও পশু-পাখির উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য এবং জৈব সার উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে জানার জন্য চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুন্ডে জনাব মোঃ তারেক রহমানের খামার পরিদর্শন করা হয়। ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই (Hermeta illucens) মূলত কালো রংয়ের একটি মাছি। ময়লা-আবর্জনা, তরকারির অবশিষ্টাংশ, খাবারের উচ্ছিষ্ট, পঁচা ফলমূলের মতো ময়লার ভাগাড় ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাইয়ের জন্য উপযুক্ত আবাস। বর্তমানে চাষকৃত মাছ চাষে ৭০% ব্যয় হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ের জন্য, ফলে মৎস্যচাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় মাছের বাণিজ্যিক খাদ্যের বিকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য কম খরচ ও পরিবেশবান্ধব ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই পালনের ব্যবস্থা সদস্য পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ ও আইডিএফ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্ল্যাক সোলজারের লার্ভাতে ৪০ শতাংশ প্রোটিন ও ২০ শতাংশ ফ্যাট বিদ্যমান থাকে যা মাছের জন্য খুবই কার্যকরী। ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই পালনের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন হবে।

৬.১.১০ IOT বেইজ স্মার্ট এ্যাকোয়াকালচার

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট এ্যাকোয়াকালচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ট এ্যাকোয়াকালচারের প্রধান অনুসঙ্গ ডিজিটাল প্রযুক্তি। মাছের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করাই এর প্রধান কাজ। কেননা মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণগতমান ঠিক না থাকলে মাছ বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমণে পড়ে যা নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারির আর্থিক লোকসান হয়। বর্তমানে পানির পিএইচ, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনসহ অনান্য নিয়ামকসমূহ স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ ও আইডিএফ সদস্য পর্যায়ে মাছ চাষের পুকুরে পানির গুণাগুণ (পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা) মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটর ও সমাধান করার জন্য IOT ভিত্তিক স্মার্ট এ্যাকোয়াকালচার হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারায় জনাব শফিউল আলমের খামারে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে তিনি পানির নিয়ামকগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারছেন এবং অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করছেন।

৬.১.১১ মৎস্য চিকিৎসা কেন্দ্র

স্থানীয়ভাবে মৎস্য চাষিদের মাছ চাষে পানির গুণাগুণ যেমন: পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা, স্বচ্ছতা ও খাদ্যের মাত্রা ইত্যাদি এবং মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে RMTP "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী, রাউজান, বোয়ালখালী ও ফটিকছড়ি উপজেলায় ৪টি চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত ৬ মাসে ২৮৯ জন মৎস্য চাষিকে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যা স্থানীয় মৎস্য সেবা প্রদানকারী যেমন: প্রশিক্ষিত লীড ফার্মার, লিফ, মাছের খাদ্য ও ঔষধ বিক্রেতা এবং মৎস্য উপকরণ সরবরাহকারীদের (মাছের ডাক্তার) মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে মৎস্য সেবা চালু হওয়ায় মৎস্য চাষিরা মাছ চাষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহজভাবে পাচ্ছে, ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.১.১২ প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি"

প্রাণিসম্পদ খাতে প্রতিবছর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। বিশেষ করে তড়কা, গলাফুলা, পিপিআর এবং ক্ষুরারোগের আক্রমণে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার প্রানহানি ঘটে। এতে ক্ষুদ্র খামারিরা যারা ২-৪টি গরু-ছাগল লালনপালন করে তারা আর্থিক-ভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ, রাজশাহী যোনের আয়োজনে প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে সদস্যদের প্রাণীসম্পদকে পিপিআর, গলাফোলা, গোটপক্স তড়কা ও ক্ষুরা রোগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বিনামূল্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমুহে প্রায় ৩৭১০টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ৫৭৫টি ছাগল/ভেড়াকে গলাফোলা ও ১০০৫টি ছাগল/ভেড়াকে গোটপক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় এবং ১৩৪৫টি গরু/মহিষকে তড়কা ও ৩৭৬টি গরু/মহিষকে ক্ষুরারোগ এর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৮০টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ এবং ৫৬৯টি মুরগী ও মুরগীর বাচ্চাকে আরডিভি ও বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায়, আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ উক্ত টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার।

৬.১.১৩ পেকিন হাঁস পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন গ্রামীণ নারীরা

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে পেকিন হাঁস পালনের মাধ্যমে কক্সবাজারের দরগা এলাকার ১০ জন উদ্দ্যোমী নারী সদস্য তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আইডিএফ এর সহায়তায় পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় জনপ্রতি ৪০ টি করে পেকিন হাঁসের বাচ্চা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি হাঁস পালনের সকল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পেকিন হাঁস পালন কার্যক্রমটি ক্লাস্টার ভিত্তিতে একই এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে সকল ধরনের সেবা অল্প সময়ের মধ্যে সকল সদস্যের মাঝে পৌছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং একে অপরের ভালো মন্দ/ভুলত্রুটি গুলো সংশোধন করতে পারছে, ফলে আশপাশের অন্যরাও পেকিন হাঁস পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাদের অনেকেরই প্রত্যাশা এই হাঁস বড় করে নিজেরাই বাচ্চা উৎপাদন করে বাজারজাত করবেন। এ হাঁস ২-৩ মাস পালন করলে ৩-৪ কেজি ওজন হয় যা মাংস হিসাবে বাজারজাত করলে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব ও পরিবারের প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদাও মেটানো সম্ভব তাই তারা বছরব্যাপী পালনে আগ্রহী। এই কার্যক্রমটি তাদের এলাকায় বাস্তবায়নের জন্য তারা আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও আইডিএফ এর উত্তোরোত্তর সফলতা কামনা করেন।

৬.১.১৪ দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনে "সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রসমুহে আইজিএভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে ১৭টি ব্যাচে ৪৫৯ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগলের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি পরিচিতি এবং প্রাণি সম্পদের কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উত্তর প্রদান করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন(আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের অন্তর্গত কাফুরিয়ায় অবস্থিত কৃষি ফার্ম এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিজন কুমার সরকার, যোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী যোন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন যোনাল ম্যানেজার এর সহকারী মোঃ আসাদুল হক এবং সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মহোদয়।

৬.২ স্বাস্থ্য

৬.২.১ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ এ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইডিএফ ১৯৯৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থা সকল সদস্য ও তাদের পরিবারসহ কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের জন্য হেলথ এজেন্ট ও শাখা পর্যায়ে প্যারামেডিক এবং টেলিহেলথ এর মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারদের দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে একটি ফিজিওথেরাপী সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কর্মএলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ১,০১,০৩৩ জনকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থসেবা প্রদান, ২৩৭৬ জনকে ৫,০০,৫৫৭/- টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৬৯ জন রোগীকে ৪৯২ টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। এ সমস্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য পরিক্রমার শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

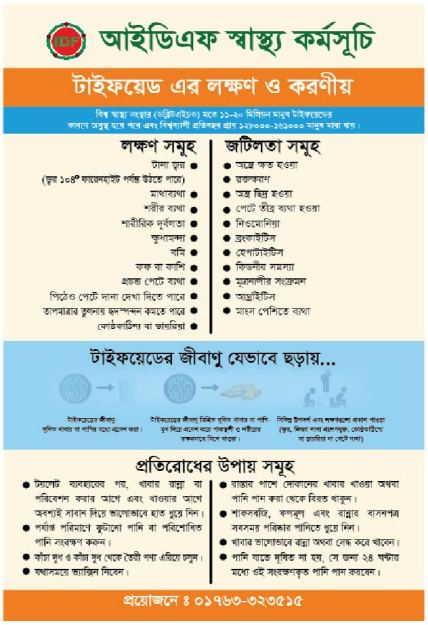

৬.২.২ আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন

পরিক্রমার গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম যে সাম্প্রতিক কালে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কলেবর ও কার্যক্রমের পরিধির ব্যাপ্তি ঘটায় অল্প সময়ে জমে যাওয়া অনেক সংবাদ সঠিক সময়ে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই 'আইডিএফ বুলেটিনটি' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত জুলাই-অক্টোবর ২০২২ এ প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর প্রকাশিত এই বুলেটিনটির ইতোমধ্যে আরও তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ সংখ্যায় সাম্প্রতিককালে টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় টাইফয়েড প্রতিরোধে আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবা, টাইফয়েডের লক্ষণ ও করণীয় সম্পর্কে 'লিফলেট' তৈরী ও প্রচার এবং টাইফয়েড সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটিতে জুলাই থেকে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শাখা পর্যায়ে পরিচালিত নানা ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা যেমন ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, মিনি হেলথ ক্যাম্প, টেলি হেলথ ক্যাম্প, গাইনী চিকিৎসা ক্যাম্প ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিশদ বর্ণনা আছে। হেলথ সেন্টারসমূহে যে ধরনের সেবা দেওয়া হয় তারও বর্ণনা আছে বুলেটিনে। এছাড়াও জলাতঙ্ক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে একটি নিবন্ধ ও Hyperacidity/Peptic Ulcer থেকে মুক্তির পাওয়ার উপায় বিষয়ক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম ছাড়াও কতিপয় বিশেষ কার্যক্রম যা এই সময়ে পরিচালনা করা হয়েছে তার সংবাদও আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যক্রম, আইডিএফ ও হিমোফিলিয়া সোসাইটি অব বাংলাদেশ চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর যৌথসভা আয়োজন, প্যারামেডিকদের "Skil development on prescription writing & updating medical knowledge" বিষয়ক ট্রেনিং সেশন, আইডিএফ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-০১ এ Nutrition service বিষয়ক প্রশিক্ষণ, রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, হেলথ এজেন্টদের মাঝে চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ, কৃষকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ডেঙ্গু বিষয়ক কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা ইত্যাদি। বেশ কিছু রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কিত 'কেইস স্টাডি'ও সন্নিবেশিত হয়েছে এই বুলেটিনে। এতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীর চিকিৎসা ও পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠার ছবিসহ খবর তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৩ হালদা কর্মসূচি

কার্প জাতীয় মাছের (কাতলা, রুই, মৃগেল এবং কালিবাউস) গুণগত মানসম্পন্ন পোনার নির্ভরযোগ্য উৎস তথা বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজখ্যাত হালদা নদী এ উপমহাদেশের স্বাদু পানির একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। এটি বাংলাদেশের কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র বৃহৎ প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। হালদা নদী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের হাসুকপাড়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, হাটহাজারী এবং রাউজান উপজেলা হয়ে কর্ণফুলী নদীতে মিশেছে। একসময় এ নদী হতে প্রচুর পরিমাণ ডিম সংগৃহীত হলেও মানুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে মা মাছের ডিম ছাড়ার পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছিল দিনদিন। এ অবস্থায় ২০১৬ সালের ১০ই এপ্রিল হতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পে হালদার মা মাছ রক্ষা ও হালদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এলাকার জনগণ, স্থানীয় সাংসদ, প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, সাংবাদিক, স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবি, কৃষক, ছাত্র-ছাত্রী ও মসজিদের ইমামসহ সবাইকে সম্পৃক্ত করা হয়। হালদা নদীর উপর গবেষণা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও হালদা নদীর বিশুদ্ধ পোনা (রেণু, ধানী, আঙ্গুলে পোনা) ও উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ২০২১ সালে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিনাজুরী গ্রামে হালদা নদীর পাড়ে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" প্রকল্পের আওতায় জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৬.৩.১ শিক্ষার্থীদের নিয়ে হালদা নদী সম্পর্কে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠান

হালদা রক্ষায় প্রয়োজন, সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের হালদা নদী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করে আইডিএফ ও পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে হালদা নদীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, গুরুত্ব, জাতীয় অর্থনীতিতে এই নদীর ভুমিকার উপর আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত মোট ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬০০ জন কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানশেষে আইডিএফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোট ১০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬.৩.২ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে হালদা নদী তথা বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ এর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার

বিগত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং আইডিএফ-পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় "প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে হালদা নদী তথা বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ এর অতীত , বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" বিষয়ক সেমিনারটি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতি ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) জনাব মুসলিম চৌধুরী। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পাশা, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক, মৎস্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিভিন্ন উপজেলার ইউএনও এবং সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আইডিএফ'র

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইডিএফের নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। এছাড়াও তিনি বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ (হালদা নদী) সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনজুরুল কিবরিয়া। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশের সদ্য সাবেক মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেছেন, উপমহাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র ও বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হালদা নদী কেবল দেশের একটি নদী নয়, এটি দেশের স্বাস্থ্য। প্রাকৃতিক এ নদীর সঙ্গে আমাদের অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে। তাই 'সেক্রেটারিয়েট অব হেরিটেজ কমিটি' গঠনের মাধ্যমে সবগুলো দপ্তরকে সমন্বয় করে হালদা নদীকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬.৩.৩ হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বিগত ১৮ই নভেম্বর ২০২৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত শিক্ষার্থীদের মাঝে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর যৌথ সহযোগিতায় ২৮ জন তরুণ গবেষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩ জন পিএইচডি, ২ জন এমফিল এবং ২৩ জন মাস্টার্স ও অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ও সাবেক পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইউসেফ'র বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আবদুল করিম। ল্যাবরেটরীর কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া। বক্তব্যে তিনি হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত বৃত্তিপ্রাপ্ত চবি শিক্ষার্থীরা নদী রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্স বিভাগের ডিন প্রফেসর ড. সফিকুল ইসলাম, সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোছাঃ আমিনা বেগম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সরকারি অধ্যাপক মাহবুবা হাসনাত, প্রভাষক মোহাম্মদ শামছুল আরেফিন এবং এমফিল ফেলো তানিয়া রহমান এবং আইডিএফ'র চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহ আলম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মাহমুদুল হাসানসহ প্রমুখ।

৬.৩.৪ হালদা পোনা সনাক্তকরণ প্রোটোটাইপ কীট তৈরীর গবেষণা কার্যক্রম

'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' খ্যাত হালদা নদী বিশ্বের অন্যতম কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। প্রতি বছর হালদা নদী হতে প্রচুর পরিমাণে রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে থাকে স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারীরা। প্রাকৃতিকভাবে নিষিক্ত ডিম হতে উৎপাদিত অন্তঃপ্রজননমুক্ত পোনা যা খুব দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে এই পোনার সুনাম এবং মূল্য কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত পোনার চেয়ে অনেক বেশী। কিছু লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য হালদার এই সুনাম নষ্ট হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইডিএফ-পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হালদা পোনা সনাক্তকরণে জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রোটোটাইপ কীট তৈরীর গবেষণা চলমান রয়েছে। চলমান গবেষণার ফলে প্রোটোটাইপ কীটটি উচ্চমূল্যের হালদা নদীর পোনার ব্র্যান্ডিংয়ে অবদান রাখবে।

৬.৩.৫ তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়নে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসলের চারা বিতরণ

তামাক চাষের পরি বর্তে ফল বাগান গড়ে তোলা, নিরাপদ সবজি এবং মসলা চাষের মাধ্যমে বিকল্প আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হালদা নদীর উজানে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে সবজি বীজ ও চারা বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ ও আইডিএফ'র সহযোগিতায় ৪৪ জন কৃষককে তামাক চাষ না করার শর্তে উক্ত উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ২৬ জন কৃষককে নিরাপদ উপায়ে সবজি উৎপাদনের জন্য মালচিং পেপার, সার ও সবজি বীজ প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৮ জন কৃষককে বিভিন্ন ফলদ চারা (আম্রপালি, পেয়ারা, কাশ্মীরি বড়ই, বেল ও মাল্টা) এবং গোল মরিচের চারা প্রদান করা হয়। চারা বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আন-নূর, ভেটেরিনারি ডাক্তার জনাব মং সিং নু মারমা, এরিয়া ম্যানেজার জনাব আবুল কালাম আজাদ, মানিকছড়ি শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নাইমুল হুদা, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ রুবেল হোসেন, স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার ও সাংবাদিক প্রমুখ।

৬.৩.৬ এনিম্যাল হেলথ সেন্টার

হালদার উজানে খাগড়াছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি উপজেলার গোরখানার গ্রামের বশিরের দোকানের মোড়ে তামাকচাষের বিকল্প জীবিকায়নে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্থানীয়ভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২৮শে আগস্ট ২০২৩ তারিখে আইডিএফ এনিম্যাল হেলথ্ সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর-২০২৩ইং পর্যন্ত এনিম্যাল হেলথ্ সেন্টার থেকে শুধুমাত্র চিকিৎস-াপত্রের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেছেন এমন খামারির সংখ্যা ৭৫ জন এবং প্রাণির সংখ্যা ৭৮৭টি যেখানে গরু ১০৮টি, ছাগল ১২২টি, মুরগী ৪২৭টি ও হাঁস ১৩০টি। উল্লেখ্য, উক্ত হেলথ সেন্টারের আওতায় টিকাপ্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৮টি গরুকে ক্ষুরারোগের টিকা এবং ২১৫টি ছাগলকে পিপিআর-এর টিকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে ডিসেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত প্রাণির সংখ্যা ১,০৮০টি। এনিম্যাল হেলথ সেন্টার এবং এর অধীনে কার্যক্রমসমূহ উক্ত এলাকায় অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে।

৬.৩.৭ হালদা নদীতে অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা

হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিন রক্ষায় অবৈধ মৎস্য শিকার ও ইঞ্জিনচালিত নৌযান দমনে আইডিএফ স্পিড বোট, সোলার বোট ও পাহারাদারের সাহায্যে সার্বক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরকে হালদা নদীতে অভিযান পরিচালনা করায় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। চলতি বছরে জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ৬ মাসে মোট ১০ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে ২১৭০০ মিটার বিভিন্ন ধরনের জালসহ মাছ শিকারের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়। এছাড়াও বিগত জুলাই-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত মোট ১৪ বার হালদা নদীতে বিভিন্ন পরিদর্শন ও গবেষণার কাজে স্পীড বোট ব্যবহার হয়েছে। বিগত ৬ মাসে উক্ত অভিযান, পরিদর্শন ও রিসার্চের কাজে জ্বালানী ব্যয় হয়েছে মোট ১,৪১,৭৭০ টাকা। ২০১৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৩৭৬টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসকল অভিযান থেকে মোট ৪২৭৫৫০ মিটার বিভিন্ন ধরনের জাল, ৫৬টি বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ১৪২টি বড়শিসহ মাছ শিকারের সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়েছে। ফলাফলস্বরূপ হালদা নদী হতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ ও রেণু উৎপাদন বেড়েছে।

৬.৩.৮ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কৃষি কার্যক্রম

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রায় ৬০০টি লেবু চারা, ৫০০টি পেঁপে চারা, ৫০০টি কলাগাছ, ১১৫টি সুপারি চারা, ১০০টি সজিনা চারা, ৮৫টি নারিকেল, আম, জাম, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন শাক-সবজি যেমন: শিম, কুমড়া, লাউ, মরিচ, বেগুন, টমেটো, পুইশাক, ধনিয়া ইত্যাদি রোপণ করা হয়েছে। এছাড়াও হরেক রকমের বাহারী ফুলের চারা রোপণ করা হয়েছে।

৬.৩.৯ মৎস্য চাষীদের নিয়ে মাঠ দিবস আয়োজন

বিগত ০৬.০৯.২০২৩ তারিখে নতুন চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারে মৎস্য চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। মাছ চাষে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও নিরাপদভাবে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ হচ্ছে এবং অন্যান্য মৎস্য চাষীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হালদা নদীর পোনা প্রকল্পের নার্সারদের মাধ্যমে মৎস্য চাষিরা মাছ চাষ করছে এবং হালদার পোনা চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। হালদা নদীর পোনা, চিংড়ির পিএল, জেট এরেটর, ফেন্সিং নেট, নিরাপদ প্রোবায়োটিক ও খাদ্য ইত্যাদি ব্যবহার করে মোঃ এনাম চৌধুরী (উত্তর মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) তাঁর ১৬০ শতাংশের পুকুরে "দ্রুত বর্ধনশীল মাছ (হালদা নদী উৎস) নার্সিং করে ইতোমধ্যে ৭৬ কেজি ধানী ও আঙ্গুলে পোনা বিক্রি করেছেন।

৬.৪ কৈশোর কর্মসূচি

মেধা ও মননে সুন্দর আগামীকে উপলক্ষ্য করে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর সমন্বয়ে ২০১৯ হতে সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে আইডি-এফ কৈশোর কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত কিশোর কিশোরীদের ক্লাব গঠনের মাধ্যমে দলগত করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কৈশোর কর্মসূচি কার্যক্রমটি নতুন এক বিপ্লব এর জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্লাব ও স্বল্প সদস্য নিয়ে পরিচালিত কার্যক্রমকে পুরো উপজেলার মধ্যে ছড়িয়ে উপজেলা পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। আইডিএফ বর্তমানে সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, বান্দরবান সদর উপজেলা এই ৪টি ক্লাস্টারের ৪২টি ইউনিয়নে ৭৫৬টি ক্লাবের ১১৯০৭ জন কিশোর ও ১১৬৫১ জন কিশে-ারীসহ মোট ২৩৫৫৮ জন কিশোর কিশোরী নিয়ে বিষদভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। মেধা ও মননে সুন্দর আগামী গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমানে কৈশোর কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ সময়ে কৈশোর কর্মসূচি কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশ করা হল:

৬.৪.১ আইডিএফ ক্রীড়া উন্নয়নে ফুটবল প্রতিযোগিতা

আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় নিয়মিত রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাত-কানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতায় উপজেলাসমূহের কিশোর ক্লাব এর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। জুলাই-ডিসেম্বর ২৩ সময়ে বোয়ালখালীতে ৮টি ইউনিয়ন, সাতকানিয়াতে ১১টি ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়নে ৭টি ও বান্দরবান এর ৫টি ইউনিয়নের ৯ ওয়ার্ডের কিশোর ক্লাব এর সদস্য নিয়ে মোট ৩১ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান, সংশ্লিষ্ট শাখার এরিয়া ম্যানেজার ও ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন।

৬.৪.২ কৌশল পারদর্শিতায় আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতা

রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় ইউনিয়নভিত্তিক আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্লাব সমূহের কিশোর কিশোরীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তাদের কলা কৌশল শেখাতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কিশোর কিশোরীরা বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। জুলাই-ডিসেম্বর ২৩ সময়ে আইডিএফ ৪টি ক্লাস্টারে মোট ২৮টি ইউটিয়নের ক্লাব সদস্যদের নিয়ে ১১টি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পরবর্তীতে উপজেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৬.৪.৩ মেধা ও মননে সুন্দর আগামীর লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারসহ তাদের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে আইডিএফ। তারই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী এলাকার কিশোর কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৬ টি ইউনিয়নের প্রায় ১৭০০ জন কিশোর কিশোরী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ের শেষে পরবর্তীতে উপজেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৬.৪.৪ কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা

আইডিএফ বিশ্বাস করে কিশোর কিশোরীদের সুস্থ মননের বিকাশে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডের কোন বিকল্প নেই। তাদের সুন্দর চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে গড়তে ও তারা যেন কোন অনৈতিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে তাই নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। তারই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই ছয় মাসে রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় মোট ৩২টি ইউনিয়নে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রায় ২০৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬.৪.৫ কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা ও সফট স্কীল কর্মশালা বিষয়ক কার্যসভা

কর্মসূচির আওতায় কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেয়া হয়। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও খাবারের নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রেরণকে উদ্দেশ্য করে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়ন এর ক্লাব সদস্যদের নিয়ে। তাদের ওজন ও উচ্চতা নির্ণয় করা হয় ও তাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কি কি ব্যায়াম ও খাবার তালিকায় রাখা উচিত সে সকল বিষয় নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৪ উপজেলার মোট ৩৩ টি ইউনিয়নে কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।

৬.৪.৬ প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা

মানুষের বেড়ে ওঠার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বর্পূণ হল কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা। তারই ধারাবাহিকতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বলতে কি বোঝায়, পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ঋতস্রাব হওয়ার গুরত্ব, সে সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক আলোচনা, নিয়মিত প্যাড ব্যবহার, কাপড় ব্যবহারের ঝুঁকি, জরায়ু ক্যান্সার কেন হয়, বাল্য বিবাহ, অল্প বয়সে (১৮ বছরের নিচে) মাতৃকালীন ঝুকি, ব্লাড গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা, নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা-ডায়রিয়া, হাত পা কাটা, জ্বর, খিঁচুনী, মাথাব্যাথা, অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কামড়, গলায় কাটা ইত্যাদি বিষয়ে কি কি করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের ক্লাব সদস্যদের নিয়ে মোট ২৭ টি ইউনিয়নে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

৬.৪.৭ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায়, বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর উপজেলায়, রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় একযোগে গত ১৮.১০.২০২৩ তারিখে "শেখ রাসেল দীপ্তময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাসেল দিবস পালন করা হয়। দিবস উপলক্ষ্যে কৈশোর কর্মসূচির কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণে উপস্থিত উপস্থাপ-না, গান ও কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়নের যুব সংগঠক, সমাজ সেবক, সহকারী শিক্ষক, আইডিএফ আরএমটিপি প্রকল্পের এভিসিএফ, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও বোয়ালখালী উপজেলার শাখা ব্যবস্থাপক, প্রবীণ কর্মসূচি সমন্বয়ক। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন কৈশোর কর্মসূচির নিয়মিত সহযোদ্ধারা আসমা সাদেকা সাবাহ, মোঃ শফি আলম, রমিতা তঞ্চঙ্গা, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার (কৈশোর কর্মসূচি) আইডিএফ।

৬.৪.৮ বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

ডিসেম্বর মাস হলো বাংলার বিজয়ের মাস। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় প্রতিবারের মতো এবারও রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া উপজেলার ক্লাবের কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সকালে বোয়ালখা-লীর কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যবৃন্দ বোয়ালখালী উপজেলার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬.৪.৯ কৈশোর কর্মসূচিভুক্ত কর্মএলাকার ৮টি ইউনিয়নে গবেষণা ও সূর্যমুখী ফুলের চাষ বিষয়ক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ 'কৈশোর কর্মসূচি'-এর আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ৮টি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা একটি গবেষণা পরিচালনা এবং এই ৮টি ইউনিয়নে সূর্যমুখী ফুলের চাষ বিষয়ক একটি নমুনামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আইডিএফ এর কৈশোর কর্মসূচির এই গবেষণামূলক কার্যক্রম বান্দরবান সদর এর রেইচা ইউনিয়নে পরিচালিত হবে। রেইচা ইউনিয়নে ১৯৯৭টি খানা আছে। যাদেরকে নিয়ে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া এই ইউনিয়নের ক্লাব সদস্যদের সূর্যমূখী ফুলের চাড়া বিতরণের মাধ্যমে ফুল চাষের কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার কাজ হতে নিয়েছে আইডিএফ।

৬.৪.১০ সমন্বয় সভা

ক্লাবের সদস্যদের নেতৃত্ব, ঐক্যতা ও ক্লাবের সমন্বয় সাধনের জন্য কৈশোর কর্মসূচি প্রতি মাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ড মেন্টর, ক্লাব সভাপতি, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করে। সভায় এলাকার উন্নয়ন, কোথায় কর্মশালার প্রয়োজন এবং ক্লাবের মাসওয়ারী পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয় ও বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৬.৪.১১ মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা

আইডিএফ-পিকেএসএফ কৈশোর কর্মসূচির বান্দরবান সদর উপজেলার আওতায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর ও সাতকানিয়া উপজেলাতে।

৬.৪.১২ নেতৃত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টশন ও বৃক্ষ রোপণ

কিশোর কিশোরীরা নিজেদের নৈতিক মূল্যবোধকে কাজে লাগানোর জন্য সুযোগ সন্ধানী হয়ে থাকে। তাদের এই ভাল মনোভাব ধরে রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ভাল কাজের চর্চা ও নিজের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ। আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি সে কাজটিই যথাযথ ভাবে করে আসছে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কিশোর কিশোরী ক্লাব সদস্য নিয়ে রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, সাতকানিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নেতৃত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টশন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৬.৪.১৩ বোয়ালখালীতে উপজেলাভিত্তিক কৈশোর কর্মসূচির সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আইডিএফ-পিকেএসএফ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় দুই দিনব্যাপী বোয়ালখালীর সকল ইউনিয়নের বিজয়ীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শেষ হয় বোয়ালখালীর কৈশোর কর্মসূচির উপজেলা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বোয়ালখালীর প্রতিটি (৯টি) ইউনিয়নে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সকল প্রতিযোগীকে নিয়ে কধুরখীল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনাল প্রতিযোগিতা উপজেলা পর্যায় ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। বোয়ালখালী উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রধান অতিথি হিসেস আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব জসিম উদ্দিন, পোপাদিয়া উপজেলা, জনাব শফিউল আলম শেফু, কধুরখীল উপজেলা, কধুরখীল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব বিশ্বজিৎ বড়িয়া, জনাব মহিউদ্দিন কায়সার, কো-অর্ডিনেটর ও ফোকাল পারসন, আইডিএফ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ।

৬.৪.১৪ বান্দরবানে উপজেলাভিত্তিক কৈশোর কর্মসূচির সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আইডিএফ-পিকেএসএফ কৈশোর কর্মসূচির বান্দরবান সদর উপজেলার আওতায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে ২দিন ব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিজয়ীদের নিয়ে ০৩.০৮.২৩ তারিখে বান্দরবানের ঐতিহ্যবাহী রাজার মাঠে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় কিশোরদের ফুটবল ও আর্ম রেসলিং এবং কিশোরীদের চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তিতে উপজেলার সকল ইউনিয়নের কিশোর কিশোরীগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও একটি মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, কো-অর্ডিনেটর, আইডিএফ ও ফোকাল পার্সন, কৈশোর কর্মসূচির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন জনাব জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা বান্দরবান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিল্টন মুহুরী, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জনাব সত্যজিৎ মজুমদার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জনাব মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, জনাব তসলিম রেজভী, এরিয়া ম্যানেজার, আইডিএফ বান্দরবান এরিয়া, জনাব আজিজুল হক, শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব আতিকুর রহমান, সমন্বয়কারী, সুয়ালক সমৃদ্ধি কর্মসূচি, বিভিন্ন ইউপি সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ।

৬.৫ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি হল আইডিএফ এর অন্যতম পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌত, পরিবেশগত বিসয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের সাথে অর্থায়নের যথাযথ সমন্বয় রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ বিগত ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি ও ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আইডিএফ বর্তমানে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি এবং ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর, রাইখালী, কধুরখীল ও হাটহাজারী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিতে বিগত জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ সময়ে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হল।

৬.৫.১ চারা বিতরণ

আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পিকেএসএফ'র সহায়তায় বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি ফলজ ও ১টি বনজ চারা অর্থাৎ ২টি করে চারা দেওয়া হয়। ৪টি ইউনিয়নের মোট ৩৫৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে ৭১৯৬টি চারা বিতরণ করা হয়।

৬.৫.২ সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

স্বাস্থ সেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দৌড়গোড়ায় নিয়ে যাওয়াই হল স্বাস্থ্যক্যাম্পের মূল লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর সমৃদ্ধি ইউনিটে ৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩৩৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

৬.৫.৩ স্ট্যাটিক ক্লিনিক

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মূল কাজ হল ক্লিনিক বা হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত রোগীদের সেবা প্রদান করা। হতদরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা টাকার অভাবে/অসচেতনতার কারণে উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না তারাই প্রধানত এখানকার সেবা গ্রহণকারী। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ২-৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রোগী বেশী। জুলাই-ডিসেম্বর'২৩ এই ৬ মাসে সমৃদ্ধির ৪ টি ইউনিটে ৫৬৯ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ৪৯৮০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

৬.৫.৪ চক্ষু ক্যাম্প ও ছানি অপারেশন

আইডিএফ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়নসমূহে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ওয়াগ্গা ও সুয়ালক ইউনিয়নে ২টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়েজন করা হয়। চট্রগ্রাম লায়ন্স হসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চক্ষু সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। ২টি ইউনিয়নে মোট ২৮৬ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৫১ জন রোগীর ছানী অপারেশন করানো হয়।

৬.৫.৫ স্যাটেলাইট ক্লিনিক

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হল ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। একজন এমবিবিএস ডাক্তার এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকের তালিকাভূক্ত রোগীসহ সব ধরণের রোগীর চিকিৎসা সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধিভুক্ত ৪টি ইউনিয়নে ১৪৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩৮১৮ জন রোগী-

কে বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ইউনিয়নের পাশাপাশি প্রবীণ ইউনিয়নসমূহের স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। একজন এমবিবিএস ডাক্তার এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ৩টি ইউনিয়নে ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ২৬৪০ জন রোগীকে বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৫.৬ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন সমৃদ্ধি ঋণীদের আয়বৃদ্ধি মূলক বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: গবাদি পশু, হাসঁমুরগী পালন এবং পরিচর্যা, মাচাঁ পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও মাঠ পর্যায়ে বেড়া তৈরি ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮টি ব্যাচে সমৃদ্ধির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নের মোট ২০০ জন ঋণী সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

৬.৫.৭ যুব প্রশিক্ষণ

যুব সমাজ হল ভবিষ্যত প্রজন্ম। তাই যুব সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ৪ টি ইউনিয়নে "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ৮টি ব্যাচে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ৪টি ইউনিয়নের ২০০ জন যুব অংশগ্রহণ করে।

৬.৫.৮ যুব দিবস

"স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিগত ১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত ৪ টি ইউনিয়নে র‍্যালী, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুব সমাজের সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জেলা পরিষদ সদস্য, ফোকাল পার্সন, আইডিএফ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি, চেয়ারম্যান, শাখা ব্যবস্থাপক, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির সমন্বয়কবৃন্দ, সেবিকা এবং বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দ।

৬.৫.৯ পরিপোষক ভাতা ও মৃত সৎকার ভাতা প্রদান

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের এই ভাতা প্রদান করা হয়। তবে এই ভাতা প্রদান করা হয় যাদের বয়স ৬০ বছরের উপরে এবং যারা অসহায় ও সরকারি বয়স্ক ভাতা পায় না। এই অর্থবছরে প্রবীণ কর্মসূচির ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৪২ জন নারী ও ২৫০ জন পুরুষকে ৭,৭০,৫০০/- টাকা পরিপোষক ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোন প্রবীণ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তার মৃত দেহের দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এই অর্থবছরে প্রবীণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৮ জনকে মৃত সৎকার ভাতা বাবদ ৩৬,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

৬.৫.১০ সহায়ক সামগ্রী কম্বল বিতরণ

এ বছর ঠান্ডার তীব্রতা বেশি হওয়ায় কনকনে শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বয়স্ক ও দরিদ্র মানুষ যাদের শীতের কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই, তাদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। একারণে আইডিএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নে শীতের শুরুতে ৭৫ টি করে মোট ৫২৫টি কম্বল গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

৬.৫.১১ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা" এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আইডিএফ প্রবীণ কর্মসূচি'র পক্ষ থেকে ৭টি ইউনিয়নে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২৩ পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভারও আয়োজন করে। এতে আইডিএফ প্রবীণ কর্মসূচির প্রবীণ সদস্যদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কধুরখীল প্রবীণ কর্মসূচির সদস্য জনাব সুভাশি চৌধুরী।

৬.৬ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

৬.৬.১ গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এসইপি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশুর খামারকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়া কিংবা পশুর খামার করে জীবিকা নির্বাহ করার ধারণা আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে একেবারেই নতুন। মাত্র কয়েক বছর আগেও আমাদের সমাজে এটি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে গ্রামগঞ্জ, শহর-উপশহরে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অসংখ্য গরুর খামার। গরুর খামারের জন্য দক্ষিণ চট্টগ্রাম (কর্ণফুলী, পটিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশ) হয়ে উঠেছে গরুর খামারের জন্য আদর্শ জায়গা। অবশ্য গরু পালন এই এলাকার জন্য নতুন কিছু নয়। কয়েক প্রজন্ম ধরে এখানে গরু পালন চলে আসছে। তবে অপরিকল্পিত হওয়ায় যেখানে সেখানে আবর্জনা ও গোবর পড়ে থাকতে দেখা যেতো। তবে ২০২০ সাল থেকে পাল্টে যেতে থাকে সেই প্রেক্ষাপট। সে বছর বিশ্বব্যাংক ও পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফের যৌথ উদ্যোগে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট বা এসইপি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয় আইডিএফ-এর মাধ্যমে। আইডিএফ-এর হাত ধরেই পাল্টে যেতে থাকে খামারিদের ভাগ্য।

একদিকে গ্রামের মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম অন্যদিকে এসইপি প্রকল্পের গাইডলাইন, সব মিলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম (কর্ণফুলী, পটিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশ) হয়ে উঠেছে খামারের জন্য এক মডেল। এসইপি প্রকল্প থেকে সহায়তা বাবদ গড়ে তোলা হয় গোবর সংরক্ষণাগার। এখানে মোট ৫ টি সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে নোংরা পরিবেশ থেকে পুরো গ্রাম রক্ষা পেয়েছে। যে গোবর একসময় পরিবেশ নোংরা করতো সে গোবর বিক্রি করে এখন ভালো আয় করছেন খামারিরা। এই গোবরগুলো পরিমাপ করার জন্য ৫ টি পরিমাপক যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। নোংরা পানি যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্যও ৫ টি ড্রেনেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুটি গরুর হাটে গরু উঠানামার সুবিধার্থে ২টি র‍্যাম্প করা হয়েছে। সর্বশেষ গরুর হাটের ক্রেতা বিক্রেতার জন্য টয়লেট নির্মাণ এবং ডাস্টবিনও করা হয়েছে।

এছাড়াও খামারিদের খামার বড় করার জন্য, ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ প্রদান করেছে আইডিএফ-এসইপি থেকে। এক্ষেত্রে নারী খামারিদের সংখ্যাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই এলাকার খামারগুলো সাধারণত বেশ খোলামেলা হয়ে থাকে। তারপরেও পরিবেশগত বেশ কিছু প্র্যাক্টিস রয়েছে যেগুলো খামারিরা নিয়মিত পালন করে থাকেন। এই কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানের জন্য আইডিএফ থেকে ৬৯ জন খামারিকে কাউ কম্ফোর্ট শেড বা গরুর আরামদায়ক শেড সামগ্রী বিতরণ করেছে।

খামারীদের একটি বড় অসুবিধার জায়গা ছিলো পাশকৃত ভেটেরিনারি ডাক্তারের অভাব। আইডিএফ থেকে এনিম্যাল হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়াও ৪ উপজেলার ১০৮ জনকে প্যারাভ্যাট ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে মূল ধারার চিকিৎসা সুবিধার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে যেমন পণ্য সনদ, ব্যবসায় সনদ, ঘাষ চাষ, গাভী পালন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২২৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। খামারিদের সাথে উপজেলা এবং জেলায় লিংকেজ বিল্ডিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট সার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এতে করে ফেলে দেয়া আবর্জনা থেকে এখন প্রতি কেজিতে ২০-২৩ টাকা দরে ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রয় করছে নিয়মিত। একটা সময় ছিলো যখন খামারিরা পরিবেশ নিয়ে মোটেই ভাবতো না, তবে এখন তারা এ ব্যাপারে বেশ সচেতন। কোন উদ্যোক্তার খামার পরিবেশ দূষণ করলে তাদেরকে আইডিএফ থেকে ঋণ দেয়া হয় না।

পাশাপাশি দুধ বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করছে আইডিএফ। পূর্বে খামারিরা দুধের ভালো দাম পেতো না। বর্তমানে আইডিএফ এসইপি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি ডেইরি কোম্পানি তাদের কাছ থেকে প্রতিদিন দুধ কিনে নিচ্ছে। এছাড়াও তাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দই, মাঠা, ঘি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করার জন্য একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে নিজ এলাকা ছাড়াও এখন আস্তে আস্তে বাইরেও পণ্য বিক্রয় শুরু হয়েছে।

সরকার ও এনজিও মিলে খামারিদের সহায়তা করতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতি পাল্টে যাবে। করোনা মহামারিতে খামারিরা ক্ষতির মুখে পড়েছিলো কিন্তু আইডিএফ'র বিভিন্ন সহযোগিতায় খামারিরা এখন অর্থের মুখ দেখছে। নারী খামারিরা আরো বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

৬.৬.২ আইডিএফ-এসইপি প্রদর্শনী মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত

পরিবেশবান্ধব দুগ্ধ খামারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রামে ৪টি উপজেলা কর্ণফুলী, পটিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) গত ৩ বছর ধরে কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত হয় দিনব্যাপী আইডিএফ-এসইপি প্রদর্শনী মেলা-২০২৩ ও আলোচনা সভা।

মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় আব্দুল জলিল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে। আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় স্কুলের অডিটরিয়ামে। সভার সভাপতিত্ব করেন আইডিএফ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। উক্ত মেলাটি উদ্বোধন ও সরেজমিনে পরিদর্শন করেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্ণফুলী উপজেলা, চট্টগ্রাম। মেলার আয়োজনে আরো যেসকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন, অধ্যক্ষ, কর্ণফুলী আব্দুল জলিল চৌধুরী কলেজ, জনাব ডাঃ জাহাঙ্গীর মাহমুদ, প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার, কর্ণফুলী উপজেলা, চট্টগ্রাম, জনাব আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম, চেয়ারম্যান, শিকলবাহা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম, জনাব মিলন কান্তি দাশ, প্রধান শিক্ষক, আব্দুল জলিল চৌধুরী বহুমুখী (কৃষি) উচ্চ বিদ্যালয়।

আয়োজিত মেলাটি জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন সকল অতিথিবৃন্দ। উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখেন তাঁরা। মেলায় মোট ১২ টি স্টল ছিলো যেখানে খামারিদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য ছিল যেমন: বিভিন্ন প্রজাতির মিষ্টি, সন্দেশ, ঘি, মাঠা, দই, ভার্মি (কেঁচো) কম্পোস্ট, জৈব সার, বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস, সাইলেজ। এছাড়াও তাদের কার্যক্রমকে আরো প্রসারিত করতে যে সকল মেশিন ব্যবহার হয় তাও মেলায় দেখানো হয়। যেমন: ঘাস কাটার মেশিন, ক্রিম সেপারেটর, সিলার ইত্যাদি। এই সকল স্টল ঘুরে দেখার পর সকল অতিথিবৃন্দ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে আইডিএফ'র যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহ আলম আগত প্রায় ১০০০ স্কুল শিক্ষার্থী এবং প্রায় ৩০০ খামারি ও অন্যান্য দর্শনার্থীদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি আইডিএফ-এসইপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সবিস্তারে সকলের সামনে তুলে ধরেন।

আলোচনা সভার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ জানান যে, খামারিদের উন্নয়নে আইডিএফ-এসইপি দুগ্ধ খামার প্রকল্পের আওতায় যে খামারীদের জন্য ড্রেনেজ স্থাপন, গরুর হাটে র‍্যাম্প তৈরি, কাউ কম্ফোর্ট শেড বিতরণ ও বিভিন্ন ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে তা সময়োপযোগী এক উদ্যোগ। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ তাঁর বক্তব্যে বলেন সকল খামারিকে শুধু দুধ বিক্রয় না করে দুগ্ধজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন: দই, ঘি, মাঠা বেশি বেশি তৈরি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সভাপতি জনাব জহিরুল আলম তাঁর বক্তব্যে সকল খামারিকে চাকরি করার চেয়ে চাকরি সৃষ্টি করে মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। আলোচনা সভায় সঞ্চালনা করেন নাজমুন নাহার, ডকুমেন্টেশন অফিসার, আইডিএফ।

এছাড়াও আইডিএফ এর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ে জানানোর জন্য এসইপি প্রকল্প পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অংশগ্রহণকারী সকল খামারীকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও ৪ উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খামারি হিসেবে নূর নাহার বেগমকে পুরস্কৃত করা হয়।

৬.৭ সেমিনার ও পরিদর্শন

৬.৭.১ 13th Social Business Day-2023

গত ২৭-২৯ জুলাই, ২০২৩ ইউনূস সেন্টার, বাংলাদেশ এবং Albukhary International University, মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক আয়োজিত 13th Social Business Day মালয়েশিয়ার লঙ্কাভিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "War, Peace and Economics - Future of Human Beings"। এই আয়োজনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, স্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিচালক জনাব হোসনে আরা বেগম এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-র ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব আশরাফুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। প্রফেসর ইউনূসের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং ১১টি দেশের ফোরামসহ মূল্যবান ব্রেকআউট সেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত ব্রেকআউট সেশন ০৩- এ "Replication of Nobin & Microcredit for a New Economics" বিষয়ক প্যানেল আলোচনার সময় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত আলোচনায় তিনি ক্ষুদ্রঋণের প্রতিরূপ হিসেবে আইডিএফ এর ইতিহাস এবং বিশেষ করে প্রত্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর এর প্রভাব সম্পর্কেও তার মতামত ব্যক্ত করেন। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আর্থিক অর্ন্তভুক্তির ভূমিকার উপর জোর দেন। এ সেশনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং নবীন ও ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ও বক্তব্য প্রকাশ করেন। সেশনে সভাপতিত্ব করেন Shazeeb M Khairul Islam, Trustee, Grameen Trust, Managing Director, YY Ventures & CEO, 3Z Global Centrel

বাংলাদেশ কান্ট্রি ফোরামের অধিবেশন চলাকালীন, আইডিএফ এর প্রতিনিধি জনাব আশরাফুল ইসলাম ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা) "**Affordable Quality Healthcare for Grassroots Poor through Social Business**" শীর্ষক Social Business কাঠামোর অধীনে আইডিএফ এর সফল ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃণমূল সম্প্রদায়ের কাছে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আইডিএফ এর প্রচেষ্টা তুলে ধরেন। 13th Social Business Day-তে উক্ত উপস্থাপনাটি আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটি Social Entrepreneurship মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তাদের উৎসর্গ ও অঙ্গীকারের স্বীকৃতিস্বরূপ। এই স্বীকৃতি IDF কে এর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে

৬.৭.২ নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

নেপালের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক্সপোজার ভিজিটে আসছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে নেপালের ৪টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ১টি ব্যাচে ৯ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন এবং আইডিএফসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আগত প্রতিনিধিদের ঢাকাস্থ আইডিএফ অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর, বিশেষ করে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের পরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে অবলোকন করেন। আইডিএফ কর্তৃক পরিচালিত সমৃদ্ধি কার্যক্রম আগত অতিথিদের নতুনভাবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্পর্কে ভাবতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উল্লেখিত টীমের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আশরাফুল ইসলাম, ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে জনাব মাকসুদুর রহমান ও সহযোগিতায় ছিলেন জনাব শহিদুল ইসলাম।

৬.৮ অন্যান্য সংবাদ

৬.৮.১ দুইদিন ব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মেলা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের আওতায় "ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন" বিষয়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় ২দিন ব্যাপী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মেলা চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার কল্যাণ সমিতি ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে ২২ ও ২৩ শে ডিসেম্বর ২০২৩ইং তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বিক্রয় এবং ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনসহ বিভিন্ন মহলের সৃজনশীল মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

মেলায় আইডিএফ এর কর্মএলাকা ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩২ জন উদ্যোক্তা তাদের তৈরী পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মেলা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। এসময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড.মনজুরুল কিবরীয়া, আইডিএফ এর গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী ও হোসনে আরা বেগম, আইডিএফ'র উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, আইডিএফ'র পরিচালক, ক্ষুদ্র ঋণ, জনাব সেলিম উদ্দীন, চান্দগাঁও ওয়ার্ড কমিশনার জনাব মো: এসরারুল হক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলী প্রমূখ।

মেলার বিভিন্ন স্টলে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য যেমন বুটিক বাটিকের তৈরী পোশাক, শাড়ি, গহনা, নকশিকাঁথা, ব্যাগ, গৃহসজ্জা, ফ্যাশনওয়্যার, হিজাব, পাটপণ্য, মাটির পণ্য, চামড়াজাতপণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য, পিঠা ও পুলি, বিস্কুট ও কুকিজ, বিভিন্ন রকমের আচার, মাশরুম, শুটকি, চিংড়ি প্রসেস এবং প্যাকেটজাত ফ্রোজেন পণ্য ইত্যাদি নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া আইডিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য যেমন পাহাড়ী হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, তেল, দুধ, মাঠা, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি মেলায় প্রদর্শিত হয়। আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৬জন উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৬.৮.২ RAISE Project এর আওতায় কমিউনিটি আউটরিচ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত তথা ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের অব্যাহত উন্নয়নে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটি অসামান্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার ৮৭.৫ শতাংশ। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ জনিত বৈশ্বিক অতিমারির কারণে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পুনরুদ্ধারে, Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি চালু হয় যা পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক এর সহযোগিতায় আইডিএফ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। RAISE প্রকল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্প আয়ভূক্ত পরিবারের বেকার তরুণ-তরুণী এবং তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে তারা শ্রমবাজারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক এর সহযোগিতায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত, RAISE প্রকল্পের আওতায় গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম অঞ্চলে, শিক্ষানবিশ ও তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিউনিটি আউটরিচ সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মাদ শাহ্ আলম, যোনাল ম্যানেজার (চট্টগ্রাম যোন) আইডিএফ, জনাব রাহেনা বেগম (সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, অগ্রসর) আইডিএফ, জনাব আবু নাসের সিদ্দীক (প্রশাসন) আইডিএফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (এরিয়া ম্যানেজার) আইডিএফ সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক আরিফুল ইসলাম, আইডিএফ। প্রত্যেকেই রেইজ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গুরু-শিষ্য এবং তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং বেকার তরুণ-তরুণীদের ৬ মাস গুরুর নিকটে ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ করে আগামী দিনের দেশ ও জাতি গঠনে রেইজ প্রকল্পের গুরুত্ব এছাড়াও আইডিএফ ও পিকেএসএফ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি ফ্যাসিলিটেট করেন রেইজ কর্মকর্তা জনাব দেবব্রত ঘোষ, অফিসার (লাইফ স্কিলস্ এন্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট)।

৬.৮.৩ নার্সারী মালিকদের হর্টিকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৃষক ও নার্সারী মালিকদের হর্টিকালচার বিষয়ে প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কর্তৃক আরএমটিপি উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় উপজেলা হর্টিকালচার সেন্টারে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মাটিরাঙ্গা উপজেলার উদ্যানতত্ত্ববিদ ওংকার বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ সবুজ আলী, আইডিএফ আরএমটিপি (হর্টিকালচার) প্রকল্প ব্যস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এভিসিএফ চন্দ্রোদয় রোয়াজা ও ইমরানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কাপ্তাই, বান্দরবান সদর ও মাটিরাঙ্গা হতে বিভিন্ন নার্সারী মালিক ও উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে নার্সারী মালিক ও উদ্যোক্তাদের নার্সারীর ব্যবস্থাপনা, চারা উৎপাদন ও মাতৃগাছ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিষদ ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি হাতে কলমে বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদনের কৌশল দেখানো হয়। এতে কৃষক ও উদ্যোক্তারা ব্যাপক উপকৃত হয়েছে জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পটি মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িসহ রাংগামাটির কাপ্তাই, বান্দরবানের বান্দরবান সদর ও থানচি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ প্রকল্পটি ১৪টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ৫১ হাজার উপকারভোগীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নের কাজ করছে।

৬.৮.৪ কৃষক, কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী ও উক্ত কোম্পানীর সাথে সংযোগ কর্মশালার আয়োজন

কৃষকদের জৈব পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের ফল চারা উৎপাদন ও তাদের আর্থিকভাবে লাভবান করার নিমিত্তে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কর্তৃক আরএমটিপি-উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় কৃষক, কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী ও উক্ত কোম্পানীর সাথে সংযোগ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাটিরাঙ্গা উপজেলার কৃষি অফিসার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ইস্পাহানী এগ্রো লিমিটেডের পক্ষে কালোমণি চাকমা, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ম্যানেজার হিরন্ন কিশোর ত্রিপুরা, কাজী জৈব সার এর পক্ষে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ। উক্ত কর্মশালায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার স্থানীয় উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় কৃষকদেরকে জৈব পদ্ধতিতে ফল ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি ও উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টির জন্য বিষদ আলোচনা করা হয়।

৬.৮.৫ পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদান প্রদান

আইডিএফ ও পিকেএসএফ এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত "ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন ব্রান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন" বিষয়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি সদরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে এককালীন অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখ খাগড়াছড়ি সদরের গঞ্জপাড়া এলাকায় মাশরুম চাষী মমতাজ বেগমের উঠানে চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আইডিএফের যোনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ শাহজাহান। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের মাঝে চেক বিতরণ করেন প্রধান অতিথি খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মুনতাসির জাহান। এসময় প্রধান অতিথি মুনতাসির জাহান বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নারীদের উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে চেক বিতরণ করা তারই প্রমাণ। অনুদানপ্রাপ্ত নারীদের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফের এরিয়া ম্যানেজার মাহাবুবুল কবির, ম্যানেজার শফিউল বসর ও নারী উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা মিতা মারমা, নেইম্রা মারমা, সীমা দত্ত, মল্লিকা ত্রিপুরা ও মোছাঃ মমতাজ বেগমকে বিভিন্ন খাতে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। এরা রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, কুটিরশিল্প, মাশরুম চাষ, হাস-মুরগি পালনসহ নানান উদ্যোগের সাথে জড়িত।

এছাড়াও পিকেএসএফ এর PACE প্রকল্পের আওতায় "ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন' বিষয়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (আইডিএফ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ এরিয়ার শিবগঞ্জ শাখায় উদ্দ্যোক্তাদের পন্যের গুণগত মান উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ রাজশাহী যোনের যোনাল ম্যানেজার বিজন কুমার সরকার, নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মুস্তাকুল ইসলাম মিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার শামীম রেজা, শিবগঞ্জ শাখার শাখা ব্যবস্থাপক শাহিদ আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৩৩ জন উদ্যোক্তাকে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়নে ৫,৪৩,০০০/- আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৬.৮.৬ আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২৩ পালন

৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়। গত বছরের ন্যায় এ বছরও আইডিএফ পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' পালন করে। 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' ২০২৩ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ কর্তৃক আইডিএফ এর কর্ম এলাকার মধ্যে ২ টি জেলা (বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) ও ১৬টি উপজেলা (নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লোহাগাড়া, গুইমারা, লক্ষ্মীছড়ি, মানিকছড়ি, পানছড়ি, রামগড়, বাঘাইছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, লংগদু, নানিয়ারচর) নির্বাচন করা হয়। "উন্নয়ন শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সচেতন নাগরিক কমিটি'র উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' ২০২৩ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখিত জেলাদ্বয় ও উপজেলাসমূহে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় আইডিএফ এর কর্মকর্তাগণ অংশ নেন এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এমন একটি আয়োজনের অংশ হতে পেরে আইডিএফ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

৭. এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩

১. ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২৩	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	২.২১	০.৬৫
জাগরণ/RMC/UMC	১৩৫.২০	৩৯.৬১
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৪৯.৮৪	৪৩.৯০
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪৫.৬৭	১৩.৩৮
অন্যান্য	৮.৮২	২.৪৭
মোট	৩৪১.৩৪	১০০

বিতরণ (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩)

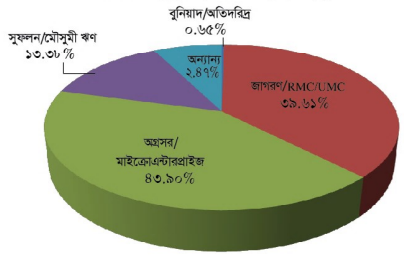

ঋণের ধরণ	ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	২০.৪৪	০.৪৪
জাগরণ/RMC/UMC	২৪০১.৪৩	৫১.৩৭
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৬০২.৭০	৩৪.২৮
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪৯০.২৯	১০.৪৯
অন্যান্য	১৫৯.৯৩	৩.৪২
মোট	৪৬৭৪.৭৯	১০০

বিতরণ (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

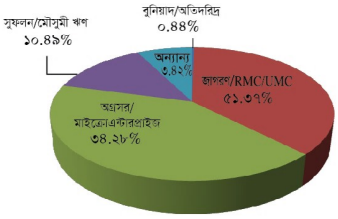

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩)	সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
ভর্তি	১৯,৪২২	৬,১২,৮৩১
গ্রুপ ত্যাগ	১২,৯৩১	৪,৮৭,৪০৯

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা জুন ২০২৩ পর্যন্ত	১২৬৫০৫
ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	১৩৫৩০৬

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২৩			ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	২৩৯	৮,৮৩৪,৬৮০	৮৭.৩০	১২,২৫৭	১৩৯,৮৭৭,২৯৬	৬০৬৭
চিকিৎসাসেবা	২২৮৪	১,১৬৪,৪৫৬	১১.৫০	১৩৫,৬২৭	৮৪,৪৩৮,৬১৫	৩৬৬২
প্রকল্পঝুঁকি	৭	১,২১,২৮৬	১.২০	৭৪০	৬,২৪৮,০০৪	২.৭১
মোট	২৫৩০	১০,১২০,৪২২	১০০	১৪৮,৬২৪	২৩০,৫৬৩,৯১৫	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩		ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১১৭ টি	৯৯৮৬ জন	৫৯৯৯ টি	৭৬৪৩১ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৯৭৩৫ টি	৩৬৯৮২ জন	১১৩৯৮৩ টি	৯৩৩৩৬৪ জন
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৪ টি	২৭৯৬ জন	৪ টি	৬৩৯৭৬ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৩০৬৬ জন	৩৭৭৫৬ জন	৭৬৪৮৮ টি	৮৫৬১৪০ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	২৩৭৬ জন	৫,০০,৫৫৭ টাকা	৫৭৭০১ জন	১,৩৫,৬১,৬৬০ টাকা
টেলিমেডিসিন	১৪৮ টি	৫২১৩ জন	৩৩৪১ দিন	৪৯৯৭৮ জন
ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প	৮৫ টি	৪৬৩৮ জন	৩৩৭ টি	১৭৪৩৩ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৮টি	১১৪৮ জন	১৩৭টি	৩৪১৬৮ জন
চক্ষু ক্যাম্প	৪ টি	৬০৮ জন	৩৪ টি	১৪০৭৮ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৭৮ টি	১৯০৬ জন	১৪৭ টি	৫৫৯৬ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া)	৪৯২টি সেশন	৪৮ জন	২১২২টি সেশন	১৮৮ জন